মেশিন, কেউ বা কিনেছেন ভিটি জমি, কেউবা বর্গা নিয়েছেন অন্যের ফলের বাগান। সমিতি তখন পরিনত হয় ব্যক্তির সমিতিতে, পারিবারিক সমিতিতে।

সমিতির গতি ফিরিয়ে আনার জন্য তখনকার পালক পুরোহিত প্রয়াত ফাদার দামিয়েন রুরাম উদ্যোগ গ্রহন করেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন মাত্বর শ্রেনির ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করতে থাকেন কিভাবে সমিতি আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। তিনি সবার মনে আশার সঞ্চার করেন, নতুনভাবে সমিতিকে গড়ার স্বপ্ন দেখান। তার এ উদ্যোগে সামিল হয়ে সমিতিকে এ অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেন মি: অনীল রোজারিও, প্রয়াত বেঞ্জামিন ডি' ক্রুশ, মি: নিমাই এডুয়ার্ড গমেজ, প্রয়াত নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স(স্যার), প্রয়াত আগষ্টিন ছেড়াও, প্রয়াত যোসেফ এরন রোজারিও, মি: এন্ড্রু বাদল রোজারিও, মিস বেনেডিক্টা গমেজ, প্রয়াত বাদল রোজারিও, মি: নিকোলাস গমেজ, মি: হেনেচি ক্রুশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাদের সহায়তায় ও কঠোর পরিশ্রমে সমিতির কাজ পুনরুদ্যমে শুরু কর হয়। আবার গতি আনতে থাকে সমিতির কার্যক্রমে।

বহু কষ্টে নথিপত্র চেক করে সমিতির হিসাব ঠিক করা হয়। এক এক করে বেরিয়ে আসতে থাকে বিভিন্ন জনের নিকট সমিতির পাওনার হিসাব। বহু মিটিং ও দেনদরবার করে এ টাকা উদ্ধার করতে হয়েছে। এমন কি আর্চ বিশপের মধ্যস্থতায় বিশেষ সভা করতে হয়েছে বিশপ হাউজে। তারপরও সমস্ত টাকা আদায় করা সম্ভব হয়নি সঞ্চয়ের টাকা। বছরের পর বছর অনাদায়ী রয়ে গেছে এ টাকা। শেষে বার্ষিক সাধারন সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে তা অবলুপ্তির মাধ্যমে সমন্বয় করতে হয়েছে, যার পরিমান ছিল তৎকালীন সময়ে কম বেশী প্রায় ২০,০০০ হাজার টাকা। যার বর্তমান মূল্য আজ হয়তো কয়েক কোটি টাকা।

সমিতির আর্থিক সংকট কাটাতে ফাদার দামিয়েন রোরাম তার নিজের পকেট থেকে প্রায় ১৫ হাজার টাকা দেন। তার পথ অনুসরণ করে তখন অনেকেই তাদের নিজের টাকা দিয়ে সমিতির আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন-প্রয়াত টমাস রোজারিও, প্রয়াত আগষ্টিন ছেড়াও প্রমুখ। তাদের সেদিনের সে কর্মের কথা সমিতি চির দিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

সমিতির রেজিস্ট্রেশন ও নাম পরিবর্তন

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় ঋণদান সমিতি জন্ম লাভ করে এ নামেই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। ১৯৮৪ সালের ১১ আগষ্ট সমিতি রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে, যার নম্বর ২৪/৮৪ এবং এ নামেই সমিতি নিবন্ধিত হয়। সরকারীভাবে নিবন্ধন গ্রহন ও অনুমোদন প্রাপ্ত হলে সমিতি কার্যক্রম পরিচালনার বৈধতা লাভ করে। পরবর্তীতে ৬ জুলাই ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত নিবন্ধন গ্রহণ করা হয় যার নং-১১/৯৬।

পরবর্তী সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় মন্ত্রনালয় আইন করে ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমিতির সমূহের শ্রেণী বিভাজন করেন এবং সমবায় ঋণদান সমিতি গুলোকে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন নাম ব্যবহার করতে হুকুম জারি করেন। ফলে সমবায় মন্ত্রনালয়ের অধীনে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহ তাদের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম নিতে বাধ্য হয়। এরই ধারা বাহিকতায় মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় ঋনদান সমিতি লি; তাদের নাম পরিবর্তন করেন "মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:" এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে নতুন ভাবে নিবন্ধন গ্রহণ করেন যার নম্বর ৮/২০১১ এবং মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: নাম ধারণ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সমিতির প্রথম আর্থিক বছর ছিল দেড় বছরের অর্থাৎ ১ জুলাই ১৯৬২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আর্থিক বছর গননা করা হতো। এভাবে অর্থ বছরের হিসাব চলে ডিসেম্বর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ জুন ১৯৮৩ পর্যন্ত ছয় মাসের আলাদা একটি হিসাব রাখা হয় এবং সমিতি নিবন্ধিত হবার পর সমিতির আর্থিক বছর বাংলাদের সরকারের আর্থিক বছরেরর সাথে মিলিয়ে পরিবর্তন করা হয়, যা ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত হিসাব গননা করা হয় এবং আজ পর্যন্ত তা কার্যকর রয়েছে।